সীতাকুণ্ডের ছোট্ট তারা

সীতাকুণ্ডের ছোট্ট তারা

রচনা ও সম্পাদনা

সাজিদ সামী চৌধুরী

অলংকরণ

মেহরাব সাঈদ খান

চিত্র সৌজন্য

Google Gemini AI

স্ব

উৎসর্গ

শহীদ শিশু ইরা মণি;

নারীর শরীর ও জীবনের ওপর পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের যে চরম মূল্য তুমি দিয়েছো, তা যেনো আমাদের বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে চাবুক মেরে জাগিয়ে তোলে। তোমার স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

স্ব

ভূমিকা:

সীতাকুণ্ডের সবুজ পাহাড়ে ঘটে যাওয়া এক হৃদয়বিদারক বাস্তবতার রূপক এই গল্প। আমাদের ছোট্ট ইরা, যে এখানে 'পুচু' হয়ে ফিরে এসেছে, সে কেবল একটি নাম নয় বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। যেখানে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর ছদ্মবেশধারী পিশাচেরা শিশুদের শৈশব কেড়ে নেয়, সেখানে পুচু তার সাহসের আলো দিয়ে সত্যকে উন্মোচিত করে।

এই ইবুকটি উৎসর্গ করা হয়েছে সেই সব শিশুদের যারা অন্ধকারের কাছে হার মানেনি। পুচুর জাদুকরী ওড়না আর তার আত্মত্যাগ আমাদের শেখায় যে অপরাধী যত শক্তিশালীই হোক না কেন, প্রকৃতির বিচার তাকে ছাড় দেয় না। গল্পের পাতায় ইরা এখন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যে চিরকাল আমাদের পথ দেখাবে।

সীতাকুণ্ডের সবুজ পাহাড়ে ঘটে যাওয়া সেই পৈশাচিক ঘটনা আমাদের হৃদয়ে যে ক্ষত তৈরি করেছে, এই ইবুকটি তারই এক রূপক প্রতিবাদ। যখন আইনের দীর্ঘসূত্রিতা আর বিচারের নামে টালবাহানা আমাদের ক্লান্ত করে তোলে, তখন লেখক হিসেবে দায়বদ্ধতা থেকেই এই গল্পের অবতারণা।

এখানে 'পুচু' কেবল একটি শিশু নয়, সে আমাদের সমাজের সেই নিষ্পাপ কণ্ঠস্বর যা অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়ে যায়। আমাদের সমাজে আত্মীয়তার বাহ্যিক লেবাস পরে যারা পশুর মতো আচরণ করে, তাদের আসল চেহারা চেনা আজ সময়ের দাবি। বিচারহীনতার এই সংস্কৃতিতে আমরা শুধু গ্রেফতারের সংবাদ দেখে তৃপ্ত হতে চাই না, আমরা চাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এই গল্পের মাধ্যমে আমরা চিত্রায়িত করতে চেয়েছি, অপরাধী যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সত্যের জয় একদিন হবেই। পুচুর হাতের সেই জাদুকরী ওড়নার আলো যেন আমাদের প্রতিটি শিশুর রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের রাষ্ট্র আর সমাজ যেন শিশুদের জন্য নিরাপদ এক অভয়ারণ্য হয়ে ওঠে, সেই প্রত্যাশায় এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

ইতি,
স্ব।

সীতাকুণ্ডের সবুজ পাহাড়ে যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে, তখন সারা বন আদার গন্ধে ভরে যায়। সেই পাহাড়ে থাকতো পুচু নামের এক পুতুলের মতো মিষ্টি মেয়ে। পুচু সবসময় টকটকে লাল রঙের একটা জামা পরে থাকতো। সে অন্ধকার একদম ভয় পেতো না। পুচু বলতো, "আমার পকেটে যদি একটুখানি সাহস আর আলো থাকে, তবে অন্ধকার আমায় কিচ্ছু করতে পারবে না!"

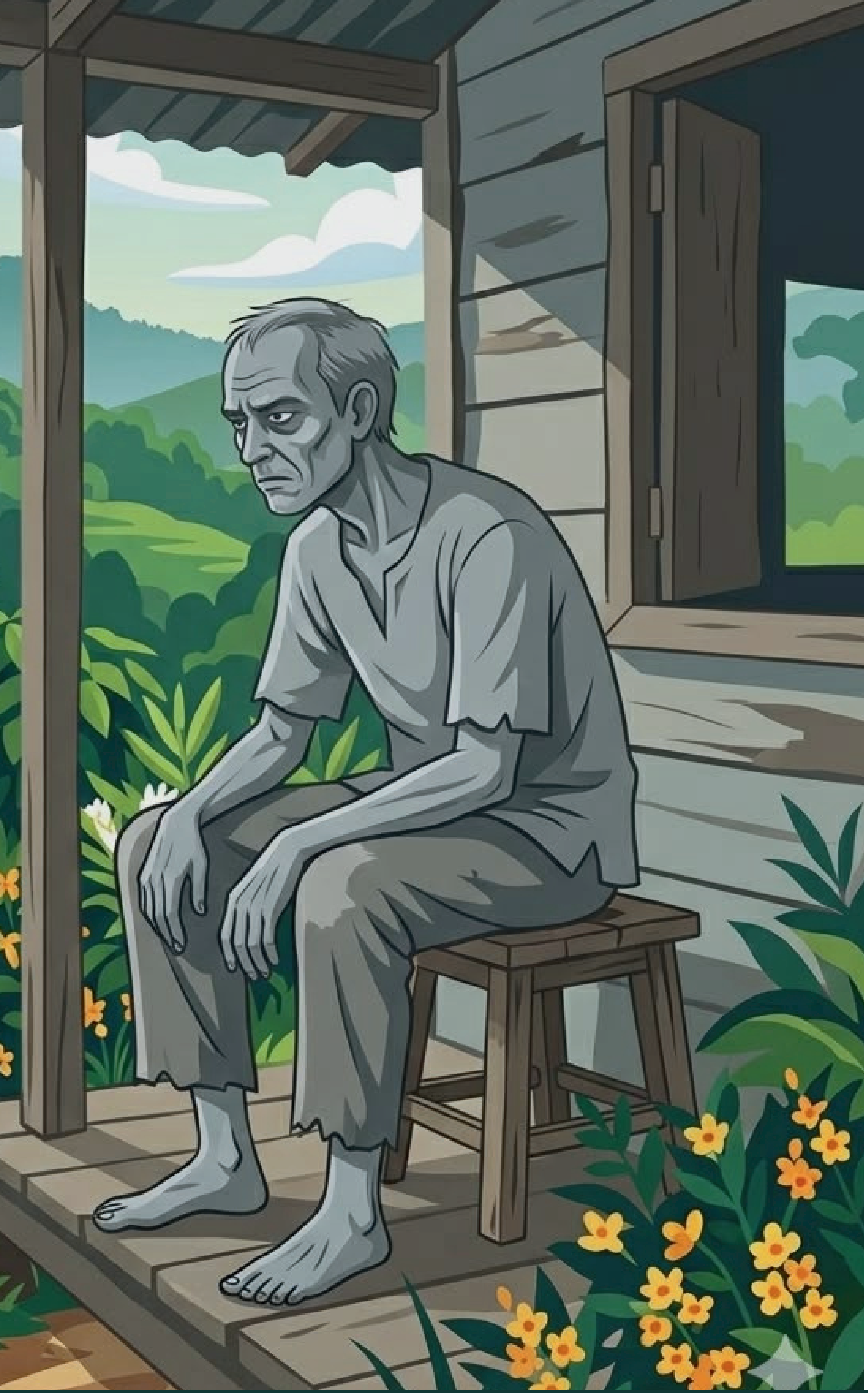

পুচুর বাড়ির পাশেই থাকতো এক আজব মানুষ। পাড়ার বড়রা তাকে 'নাউজু বিল্লাহ' বলে ডাকতেন। সে ছিল আসলে এক জম্বি, এক কুচকুচে কালো ছায়ামানুষ। তার ভেতরটা ছিলো একদম ফাঁপা, কোনো মায়া-মমতা ছিলো না। সে চাইতো না কোনো শিশু হাসিখুশি থাকুক। একদিন বিকেলবেলা আকাশ যখন বেগুনি হয়ে গেলো, সেই জম্বিটা পুচুকে একটা মিথ্যা কথা বললো। সে বললো, "পুচু, বনের ভেতর একটা নীল রঙের তারা খসে পড়েছে, দেখবে চলো!" লক্ষ্মী মেয়ে পুচু নীল তারা দেখতে সেই ছায়ামানুষের পেছনে পেছনে বনের ভেতর চলে গেলো।

বনের অনেক গভীরে যাওয়ার পর হঠাৎ সব পাখি গান গাওয়া থামিয়ে দিলো। জম্বিটা তখন তার আসল রূপ দেখালো। তার গায়ের রঙ ছাইয়ের মতো ধূসর হয়ে গেল। সে ভয়ংকর এক মায়ার ছুরি দিয়ে পুচুর ক্ষতি করতে চাইলো, যাতে পুচু তার মন্দ কাজের কথা কাউকে বলতে না পারে। সে পুচুকে একা বনের কাদায় ফেলে রেখে চলে গেলো। সে ভেবেছিলো পুচু আর ফিরতে পারবে না।

কিন্তু পুচু ছিল খুব সাহসী মেয়ে। তার গলায় মায়ের হাতে বোনা একটা সুন্দর নীল ওড়না ছিলো। ওড়নাটার গায়ে ছিল রূপালী সুতোর কাজ। পুচু সেই ওড়নাটা শক্ত করে গলায় জড়িয়ে নিলো। ওমনি জাদুর মতো ওড়নাটা থেকে রূপালী আলো বের হতে লাগলো। সেই আলো পুচুকে শক্তি দিলো। পুচু এক জ্বলন্ত মোমবাতির মতো হেঁটে গ্রামের দিকে ফিরতে লাগলো। সে যেখানেই পা রাখছিল, বনের ঘাসগুলো সব লাল হয়ে যাচ্ছিলো। পুচু যেন এক মায়ার রাজকন্যা হয়ে ফিরে আসছিলো। তার একটাই জেদ, সেই মন্দ জম্বিটাকে সবার কাছে ধরিয়ে দিতেই হবে।

পুচু যখন গ্রামে পৌঁছাল, তখন জম্বিটা নদীর ধারে হাত ধুয়ে নিজের দোষ লুকানোর চেষ্টা করছিলো। কিন্তু পুচুর ওড়নার সেই রূপালী আলো দেখে সবাই সব বুঝে ফেললো। জম্বিটা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তখনই চাটগাঁর পাহাড়ের বড় বড় গাছগুলো রেগে উঠলো। মাটির নিচ থেকে গাছের শিকড়গুলো সাপের মতো বেরিয়ে এসে জম্বিটাকে পেঁচিয়ে ধরলো। শিকড়গুলো সেই মন্দ ছায়ামানুষকে টেনে মাটির অনেক গভীরে নিয়ে গেলো। সেখান থেকে সে আর কোনোদিন কোনো শিশুর ক্ষতি করতে পারবে না।

পুচু টলতে টলতে তার মায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। জাদুকরী ওড়নার আলোটা তখন আস্তে আস্তে নিভে গেলো। সে সব শিশুকে রক্ষা করেছে, কিন্তু তার ছোট্ট শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলো। মায়ের কোলেই সে চিরতরে চোখ বন্ধ করে এক লম্বা ঘুমে তলিয়ে গেল। সারা গ্রাম যখন কাঁদছিল, তখন দেখা গেল পুচুর আত্মাটা একটা সোনালী আগুনের ফুলকির মতো পাহাড়ের ওপর আকাশে উঠে যাচ্ছে। পুচু এখন আর সাধারণ মেয়ে নয়, সে হয়ে গেলো আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এখনও সীতাকুণ্ডের পাহাড়ের ওপর যে নীল-সাদা তারাটি সবচেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করে, সেটিই হলো আমাদের পুচু। কোনো শিশু পথ হারিয়ে ফেললে পুচু আকাশ থেকে তার রূপালী আলো দিয়ে পথ দেখায়। সে সবসময় পাহারা দেয় যেন মন্দ লোকেরা আর কোনোদিন মাটি থেকে বের হতে না পারে। আমাদের পুচু আমাদের শেখায় যে, একটা ছোট্ট শিশুও যদি সাহসী হয়, তবে সে যে কোনো ভয়ংকর অন্ধকারকে হারিয়ে দিতে পারে।

স্ব এর সাথে যুক্ত হোন

© ২০২৬ স্ব। স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত।